বাংলা ছোট গল্প আমার কাছে একেকটা ছবির মতোন। গল্প আঁকা যায় কলমের নিপুণ কালি দিয়ে সাদা খাতার পাতায় কিংবা ল্যাপটপের ঝুলিতে হয়ে ওঠে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি এবং গন্ধময়, ইশারায়, ইঙ্গিতে অনুভবে আর চিন্তায়।

গল্পের একটি কারিগরি দিক থাকে যেটাকে উত্তম শিল্পরূপে গড়ে তোলা যায়। একেকটা গল্প এভাবেই গড়ে ওঠে একেকটা মানবিক দলিল হয়ে। আমার এই গল্প *সমারোহ* গ্রন্থে এ-যাবৎ লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সব গল্পই রয়েছে। এই গল্পগুলোর রচনাকালের ব্যাপ্তি ষোল বছর।

প্রকাশক
জুলফিয়া ইসলাম
জুই প্রকাশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২০
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
বর্ণবিন্যাস
সময় গ্রাফিক্স
৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
দাম
ছয়শত পঞ্চাশ টাকা
ISBN : 978-984-34-7589-3

Ghalpho Somarhho
Written by Julfia islam
Published by Jui Prokashan
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100.
Price : Tk. 650.00 Only
US$: 27.99

ঘরে বসে জুই প্রকাশন এর সকল বই পেতে ভিজিট করুন : www.rokomari.com/Jui Prokashan
অথবা ফোনে অর্ডার করুন এই নাম্বারে : ০১৫১৯৫২১৯৭১, হটলাইন : ১৬২৯৭

ভূমিকা

বাংলা ছোট গল্প আমার কাছে একেকটা ছবির মতন। গল্প আঁকা যায় কলমের নিপুণ কালি দিয়ে সাদা খাতার পাতায় কিংবা ল্যাপটপের ঝুলিতে হয়ে ওঠে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি এবং গন্ধময়, ইশারায়, ইঙ্গিতে অনুভবে আর চিন্তায়।

গল্পের একটি কারিগরি দিক থাকে যা উত্তম শিল্পরূপে গড়ে তোলা যায়। একেকটা গল্প এভাবেই গড়ে ওঠে একেকটা মানবিক দলিল হয়ে। আমার এই গল্প সমারোহে এ যাবত লেখা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সব গল্পই রয়েছে। এই গল্পের রচনাকালের ব্যাপ্তি প্রায় ষোল বছর। এখানে আমার গল্পের প্রায় সবকটিই আছে। কৃতজ্ঞতা জানাই বিদ্যাপ্রকাশকে, এর সাথে জড়িত সকল সদস্যকে।

জুলফিয়া ইসলাম
islamjulfia@gmail.com

ওয়েব সাইট– www.julfiaislam.com
utube-Julfiaislam.com
Facebook-Like page : julfia islam
Julfia Islam Social Welfare Organization (JISWO)

অভ্যাস

লাশের শরীর শক্ত, হিম হয়ে আছে। কাফনে ঢাকা রয়েছে মরদেহ। আগরবাতির সুগন্ধে কবরস্থানের বাতাসে পচা মাংসের ঘ্রাণ একটু যেন দূরে সরে রয়েছে। শোভনের একটুও ভয় করছে না। কবরস্তানে অন্যরা শবদেহ মাটি চাপা দেওয়ার জন্য তৎপর রয়েছে। তাদের তৎপরতা হল্লায় পরিণত হয়েছে। মৌলবি সাহেব জোরে জোরে হেফ্জ করা সুরা পাঠ করছেন। পাশেই নারকেল গাছের পাতা চুইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ছে। কবর খোঁড়া এখনো শেষ হয়নি। আকাশে মেঘ জমে রয়েছে। এখন বৃষ্টি নামলে কবর দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে।

গোরস্তানে সাত আট বছরের একটি মেয়ে এসেছে। সে তার মৃত বাবাকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটি অনবরত চোখের জল ফেলছে। তার বাবাকে এই জীবনে আর সে দেখতে পাবে না। এটি শোভনের মনের ভাবনা। সে তো জানে না এই মেয়েটি আসলে কী ভাবছে?

গত পরশু কবরীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। কাল রাতে আবার সেটা মিটে যায়। অনেকণ ধরে চলে ভালোবাসাবাসি। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে জেগেই বমি করতে শুরু করল। তৃতীয়বার বমি করতে গিয়েই বাথরুমে পিছলে পড়ল। শোভন ওকে কোলে করে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিলো। ডাক্তারকে খবর দিলো। ডাক্তার আসলেন। নাড়ি টিপে দেখলেন। চোখ উলটে-পালটে দেখলেন। তারপর গায়ের চাদরটা মুখ পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। সব কিছুই শেষ। কি হলো কেমনে হলো শোভন কিছুই বুঝতে পারল না।

নারকেল গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল ঝরার শব্দ হচ্ছে। মাঘ মাসের কনকনে হাওয়ায় গা ছমছম করা ভাব।

কাঁধে কার হাতের স্পর্শ? শোভন চমকে ফিরে চাইল। পলাশের বাবা। উনিই সব ব্যবস্তা করেছেন। উনি না থাকলে শোভন এই মরাটা নিয়ে যে কী করত কে জানে।

আপনি কি নিজ হাতে এক মুঠো মাটি দেবেন? তিনি শোভনের হাত ধরে টানলেন।

আপনার স্ত্রীর জন্য সবার কাছে মাফ চেয়ে নিন।

শোভন বলল, কেন? সে তো কোনো অপরাধ করেনি। মাফ চাইব কেন?

এটা একটা রীতি। মৃতের মঙ্গলের জন্য তার হয়ে সবার কাছে ভিক্ষা করতে হয়।

ও আচ্ছা। শোভন তোতা পাখির মতো তার শেখানো বুলি আওড়িয়ে গেল। তারপর পকেটে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

কোথায় রওনা হলেন?

বাসায় যাব।

একটু দাঁড়ান আমি আপনার সঙ্গে যাব। পলাশের বাবা ওকে একা ছাড়তে ভরসা পাচ্ছেন না।

শোভন বলল, আমি একাই যেতে পারব।

পলাশের বাবা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। কিছু বললেন না। শোভনকে একা ছেড়ে দিলেন।

শোভন বাসায় ফিরে বেল টিপল। পরক্ষণেই মনের কোণে একটু ভয় জমলো। কবরী থাকলে দরজা খুলে দিতো। তালার ফাঁকে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলল। শোবার ঘরে পা দিতেই দেখতে পেল সবকিছুই এলোমেলো হয়ে আছে। দেয়ালে দুটো টিকটিকি পাশাপাশি। নিজের ছায়ায় নিজেই চমকে উঠল। সহসা শরীরের সব কয়টি শিরা-উপশিরা কঠিন হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে দেয়ালগুলো সব জড়াজড়ি করে আছে। ওরা কী তবে শোভনের মতো ভয় পাচ্ছে? অন্ধকারে এমনি করে কবরী তাকে ছুঁয়ে থাকত। এই তো সেদিনের কথা। আনুমানিক বছর খানেক হবে বিছানায় শুয়ে পড়লেই কবরীকে জড়িয়ে থাকা যেত। বিছানাটা এখন এলোমেলো হয়ে আছে। যাকে জড়িয়ে শোবে সেও তো নেই। গত এক বছরের অভ্যস্ত জীবনটাকে কী আর ফিরে পাবে? বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই একটা চেনা আবেশ অনুভূতিকে নাড়া দিলো। কবরীর ঘামের গন্ধ এখনও বালিশে লেগে আছে। কিন্তু কই পুরো মানুষটাকে তো পাওয়া যাচ্ছে না?

কবরীকে ফিরে পেতে চাইছে মন। কিন্তু তাকে তো ছোঁয়া যাচ্ছে না? কী এক মায়া! দূরে অনেক দূরে হারিয়ে গেছে কবরী। কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট, কী করবে এখন সে? শুয়ে আছে। ঘুমোতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ঘুম তো আসছে না। সংসারের যাবতীয় সব কিছু ঠিকঠাক আছে। শুধু কবরীই নেই। দেয়ালে ছবি টাঙানো রয়েছে। সে তো কেবলিই ছবি।

এই কবরী তুমি কোথায় চলে গেলে? আমার যে ঘুম আসছে না। পানি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তুমি নেই, পানি দেবে কে? তুমি থাকলে এতক্ষণে কতবার চা খাওয়া হতো। দুজনে মিলে কত কথা বলতাম। তোমার খোপায় গোঁজা ফুলের সুঘ্রাণ এতক্ষণে আমায় বিহ্বল করে তুলতো। তুমি নেই কেন, কেন ছবি হয়ে গেলে? চাইলেই কি তোমাকে প্রাণ দিতে পারব না! তুমি তো তোমার পথে চলে গেলে। এখন আমি কী করি? আমি এখন কার সাথে বেড়াতে বের হবো। ছুটির দিনে সারাদিন বাইরে হইচই করে কাটাতাম। হলে ছবি দেখতাম। যতক্ষণ হাতে সময় থাকতো ততক্ষণই বেড়াতাম।

শোভনের ঘুম আসছে না। বারান্দায় এসে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলো। যেন ওর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বাইরের ঐ নিকষ কালো অন্ধকারে মিশে আছে।

শেফালি দরজা খুলে দিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। আরে শোভন সাহেব। অনেক দিন পর। এ পথ তো ভুলেই গেছেন।

ভুলে গেলে এলাম কী করে?

শেফালি একটু মুচকি হেসে পাশের ঘরে চলে গেল। ও ঘরে তার প্রতিবন্ধী ছেলে রয়েছে। বিছানায় আধখোলা বই পড়ে আছে। ফ্যানের বাতাসে একটার পর একটা পাতা উল্টে যাচ্ছে। শেফালি কি তবে বই পড়ে? শেফালি এখন ঘরে নেই। শোভন একা। শেফালি বোধ হয় সাজগোজে ব্যস্ত। শোভন বিছানায় কাত হয়ে চোখ বন্ধ করে শেফালির অপেক্ষায় থাকল।

ঘুমিয়ে পড়েছেন?

শোভন চোখ মেলে চাইল। ঘুমাইনি, ভাবছিলাম।

গত এক বছর তো আপনার দেখাই পাওয়া যায় নাই।

বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকি।

ও বুঝতে পেরেছি বউ বুঝি খুব বেশি ভালোবাসে?

বউ-ই তো নেই।

নেই মানে? রাগ করে চলে গেছে বুঝি?

শোভন চুপ করে রইল। কথা বলতে ভালো লাগছিল না। অস্থিরতা বোধ হচ্ছিল। তারপর শেফালির চোখে তাকিয়ে বলল, আমাকে কিছুদিন সময় দিতে পারবে?

শেফালি উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, বউ কেন চলে গেল?

না, মানে ইয়ে হঠাৎ করে শরীর খারাপ হয়েছিল।

ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি।

শেফালি দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে শোভনের হাত ধরল। শোভন বিহ্বলভাবে সামনে তাকিয়ে রইল। এক সময় মসৃণ শরীরের স্পর্শ শোভনকে উত্তাল করে তুলল, শেফালি ফিসফিসিয়ে বলল, এ সময় তোমাদের বউরা বুঝি বাপের বাড়ি যায়। তাই তোমরা আস আমাদের কাছে।

শোভন শেফালির কথা শুনতে পাচ্ছে না। চারদিকে শুধুই অন্ধকার। দিনের আলোয় এই অন্ধকার হারিয়ে যাবে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সে এভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। অন্ধকারের করাল থাবা অতিকায় দৈত্যের মতো তাকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। গাঢ় অন্ধকারে শেফালি গুনগুন করে গাইতে গাইতে হঠাৎ চুপ করে গেল।

থামলে কেন?

তোমার বউ গান জানে না?

জানে।

নাচতেও?

হ্যাঁ।

তোমাকে নাচ দেখায়নি?

মাঝে মধ্যে।

সে কী তোমাকে খুব ভালোবাসে?

খুব।

তুমিও কী তাকে ভালোবাসো?